প্রশ্ন 1 জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের (দৃষ্টিবাদের) মূল বক্তব্যগুলি কী কী? এই মতবাদ কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য

জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনে পরস্পরবিরোধী যে দুটি মতবাদ আছে, তার মধ্যে অভিজ্ঞতাবাদ অন্যতম। যে মতবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস ও জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই, সেই মতবাদকে বলা হয় অভিজ্ঞতাবাদ। অভিজ্ঞতাবাদের জনক জন লক বুদ্ধিবাদ খণ্ডন করে অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। লকের উত্তরসূরি বার্কলে হিউম, মিল অভিজ্ঞতাবাদকে পূর্ণতা দান করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের (দৃষ্টিবাদের) মূল বক্তব্যগুলি হল—

[1] **বুদ্ধিবাদ খণ্ডন:** বুদ্ধিবাদ অনুসারে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধি নিহিত সহজাত ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো জ্ঞান পাওয়া যায় না। লক অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথমে বুদ্ধিবাদীদের জ্ঞানতত্ত্বের মূলভিত্তি ও সহজাত ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন করেন। লক বলেন সহজাত ধারণা বলে সত্যিই যদি কোনো ধারণা থাকত তবে তা সার্বিক ও সর্বজনীন হত। কিন্তু ঈশ্বর সহজাত ধারণা স্থানকালপাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তা ছাড়া শিশু, নির্বোধ, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সহজাত ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং, সহজাত ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই।

[2] **জ্ঞানের উৎস:** লক বলেছেন, জন্মের সময় মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মতো। জন্মের পর সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে সরল ধারণা মনে এসে জমা হয়। মন নিষ্ক্রিয়ভাবে ধারণাগুলি গ্রহণ করে। পরে মন সক্রিয় হয়ে সরল ধারণাগুলিকে নানাভাবে বিন্যাস করে জ্ঞান তৈরি করে। সুতরাং, বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও সহজাত ধারণা নয়। সংবেদন ও অন্তর্দর্শন হল জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

[3] **জ্ঞানের সংজ্ঞা:** লকের মতে, দুটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করাই হল জ্ঞান। এর অর্থ হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণা মনে এসে জমা হয়। মন ধারণাগুলিকে নিয়ে জ্ঞান তৈরি করে। সুতরাং, মনই জ্ঞান তৈরি করার কারিগর, বুদ্ধি নয়।

[4] **জ্ঞানলাভের পদ্ধতি:** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হল বৈজ্ঞানিক আরোহ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূলকথা হল, পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তগুলিকে মন সামান্যীকরণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে।

[5] **জ্ঞানের মানদণ্ড:** বুদ্ধিবাদীদের মতে, জ্ঞানের মানদণ্ড হল প্রকৃত সার্বিকতা অনিবার্যতা এবং নতুনত্ব। অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত সার্বিকতা ও অনিবার্যতা পাওয়া যায় না। মানুষের জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হল প্রতিদিন নতুন কিছু জানা। তাই নতুনত্বই হল জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড। কেবল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, আরোহ পদ্ধতি জ্ঞানের নতুনত্ব দান করতে পারে ও জ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায়। সুতরাং, নতুনত্ব হল জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড।

[6] **জ্ঞানের নিশ্চয়তা:** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। সব জ্ঞানই সম্ভাব্য। কেন-না আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সব জ্ঞান সম্ভাবনামূলক। আরোহ পদ্ধতি সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না।

[7] **জ্ঞানের প্রামাণ্য:** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, জ্ঞানের প্রামাণ্য হল পরতপ্রামাণ্য। অর্থাৎ, জ্ঞান সত্য হবে যদি তা বাস্তবের ও বহু স্থিতির অনুরূপ হয়। জ্ঞান যদি বাস্তবের অনুরূপ না হয় তবে তা মিথ্যা হবে।

[8] **জ্ঞানের আদর্শ শাস্ত্র:** বুদ্ধিবাদীদের মতে, গণিত হল জ্ঞানের আদর্শ শাস্ত্র। অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন, গণিত অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান দান করে, কিন্তু জ্ঞানের নতুনত্ব দান করে না। তাই গণিত জ্ঞানের আদর্শ হতে পারে না। জ্ঞানের আদর্শ হল প্রাকৃতবিজ্ঞান। আরোহ পদ্ধতি হল প্রাকৃতবিজ্ঞানের পদ্ধতি। প্রাকৃতবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রতিদিন উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ও নতুন নতুন জ্ঞান দান করছে। তাই প্রাকৃতবিজ্ঞান হল জ্ঞানের আদর্শ শাস্ত্র।

[9] **জ্ঞান প্রকাশক বাক্য:** জ্ঞান অর্জিত হলে তা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, জ্ঞান প্রকাশের একমাত্র বাক্য হল অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন। যেমন—কতগুলি কাককে কালো রঙের পর্যবেক্ষণ করে মন আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সামান্যীকরণের মাধ্যমে সামান্য সংশ্লেষক বচন প্রতিষ্ঠা করে। তাই সকলপ্রকার জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের গ্রহণযোগ্যতা

[1] **অভিজ্ঞতাবাদ বিচারবিযুক্ত:** বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট অভিজ্ঞতাবাদকে বিচারবিযুক্ত বলেছেন। কেন-না ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস, এ কথা ঠিক নয়। তিনি 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

[2] **সহজাত ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন যথার্থ নয়:** লক সহজাত ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তিনি 'সহজাত' শব্দটির অর্থ জন্মগত অর্থে গ্রহণ করে ভুল করেছেন। সহজাত বলতে বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধির ধারণা গঠনের প্রবণতাকে বুঝিয়েছেন। এই প্রবণতার জন্য গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞান সম্ভব হয়েছে।

[3] **আরোহ পদ্ধতি জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না:** গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বহু জ্ঞান লাভ করি। গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের জ্ঞান আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তা অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই আরোহ পদ্ধতি জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না।

[4] **নতুনত্ব জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না:** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে নতুনত্ব হল জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড। কিন্তু কান্ট প্রমাণ করেছেন প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড হল সার্বিকতা, আবশ্যিকতা ও নতুনত্ব। তাই নতুনত্বকে জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড বলে অভিজ্ঞতাবাদীরা ভুল করেছেন।

[5] **সব জ্ঞানই সম্ভাবনামূলক—অভিজ্ঞতাবাদীদের এই মত ঠিক নয়:** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে জ্ঞানলাভ হয় বলে সব জ্ঞান সম্ভাব্য। তাই যদি হয় তবে গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের জ্ঞান সম্ভাব্য হবে কিন্তু গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের জ্ঞান সম্ভাব্য নয় তা সুনিশ্চিত। তাই গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয় না। গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানে জ্ঞানের উৎস হল বুদ্ধি।

মূল্যায়ন: সুতরাং, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই সকলপ্রকার জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অভিজ্ঞাতাবাদীদের এই মত একদেশদর্শী। তাই তাঁরা সকলপ্রকার জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাই এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 2 জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদ সবিচার আলোচনা করো।

উত্তর

জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদ

জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনে যে সকল মতবাদ রয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধিবাদ অন্যতম। যে মতবাদ অনুসারে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শনের সকল বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়, সেই মতবাদকে বলা হয় বুদ্ধিবাদ। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ হলেন বিখ্যাত বুদ্ধিবাদী দার্শনিক।

জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দার্শনিক মতবাদের প্রকৃতি অনুসারে প্লেটো ও হেগেলকে অধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদী, দেকার্ত ও স্পিনোজাকে গাণিতিক বুদ্ধিবাদী, লাইবনিজ চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী, কান্টকে নরমপন্থী ও আকারগত বুদ্ধিবাদী বলে অভিহিত করা হয়। এইসব মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিকেরা যে সকল বিষয়ে একমত হয়েছেন, সেই সকল মতগুলিকে বুদ্ধিবাদের বক্তব্য বলে ব্যাখ্যা করা যায়। যে জ্ঞানে সার্বিকতা, আবশ্যিকতা ও নতুনত্ব ধর্ম আছে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় প্রকৃত জ্ঞান। প্লেটোর মতে, যথার্থ জ্ঞান হবে সার্বিক ও আবশ্যিক এবং জ্ঞানের বিষয় হবে নিত্য, শাশ্বত, অপরিণামী ও আদর্শের জ্ঞান। চরমপন্থী লাইবনিজের মতে, যে জ্ঞান সার্বিক, আবশ্যিক ও সুনিশ্চিত সেই জ্ঞান হল প্রকৃত জ্ঞান।

জ্ঞানের মানদণ্ড

অনিবার্যতা, প্রকৃত সার্বিকতা ও নতুনত্ব হল প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের সাহায্যে বিচার করা যায় কোন্‌টি প্রকৃত জ্ঞান এবং কোন্‌টি প্রকৃত জ্ঞান নয়।

আদর্শ জ্ঞান

গণিত হল জ্ঞানের আদর্শ। গাণিতিক জ্ঞান হল আদর্শ জ্ঞান। কেন-না গাণিতিক জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞানের তিনটি শর্ত থাকে। যেমন = 7 + 5 = 12। এই গাণিতিক বাক্যটি প্রকৃত সার্বিক। কেন-না বাক্যটি সর্বকালে,

সর্বদেশে সত্য। আবার বাক্যটি অনিবার্য। কেন-না বাক্যটির অস্বীকৃতি স্ববিরোধী। আবার বাক্যটির বিধেয় উদ্দেশ্য পদগুলির কোনো একটির সঙ্গে সমার্থক নয়। তাই বাক্যটিতে নতুনত্ব ধর্মটি আছে। তাই গাণিতিক জ্ঞান আদর্শ জ্ঞান। গাণিতিক জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন। তাই অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

অভিজ্ঞতাবাদ খণ্ডন

বুদ্ধিবাদীরা বলেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকৃত সার্বিক নয়, আবশ্যিকও নয়। তাই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। যেমন—'পাতা হয় সবুজ'—এই জ্ঞান সার্বিক নয়। কেন-না সকল পাতা সবুজ নয়। আবার এই জ্ঞান আবশ্যিকও নয়। কেন-না এর বিরুদ্ধ বচন—'পাতা নয় সবুজ'—এটি সত্য হতে পারে। তাই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। তাই অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। বুদ্ধিবাদীদের মতে, বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণা হল প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সহজাত ধারণা হল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বুদ্ধিসৃষ্ট ধারণা।

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা সুনিশ্চিত হতে বাধ্য। দেকার্তের মতে, "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি।" এই বাক্যটি হল নিঃসন্দিগ্ধ স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও মূলসূত্র। এই সূত্র থেকে তিনি অবরোহ পদ্ধতিতে জাগতিক জ্ঞান প্রমাণ করেছেন। স্পিনোজা দ্রব্যের সংজ্ঞা থেকে জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে সকলপ্রকার জ্ঞান নিঃসৃত করেছেন। লাইবনিজের মতে, সকল জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে প্রবণতারূপে, অপ্রকটরূপে ও সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। তাই মন ওই ধারণা ও জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকে না। এই ধারণা ও জ্ঞানকে প্রকট ও প্রকাশ করতে হলে সংবেদন বা অভিজ্ঞতা বা চিন্তনের প্রয়োজন। এই সংবেদনের উৎস বাহ্যজগৎ নয়। সংবেদনের উৎস হল মন। মন সংবেদন সৃষ্টি করে। মন ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মসক্রিয়তার ক্ষমতা বলে নিজের ইচ্ছানুসারে বুদ্ধির ওপর ক্রিয়া করে, তখন তাকে বলা হয় সংবেদন। আমরা চিন্তা করে বুদ্ধিতে সুপ্ত ধারণা ও জ্ঞানকে প্রকাশ করি এবং নিজের মধ্যে তা প্রতিবিম্বিত করে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে আমরা জ্ঞানার্জন বলি।

সমালোচনা

[1] বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। বুদ্ধিবাদীদের এই কথা ঠিক নয়। কেন-না, বাস্তব বিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

[2] জ্ঞান মাত্রেই সার্বিক ও আবশ্যিক। বুদ্ধিবাদীদের এই অভিমত ঠিক নয়। কেন-না, 'পাতা হয় সবুজ'—এইরূপ আপতিক বাক্যের দ্বারা কি কোনো প্রকার জ্ঞান প্রকাশিত হয়?

[3] গণিত দর্শনের আদর্শ হতে পারে না। কেন-না গণিতের জ্ঞান বিমূর্ত কিন্তু দর্শনের জ্ঞান মূর্ত।

[4] অবরোহ পদ্ধতি জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। কেন-না, জ্ঞানের নতুনত্ব দিকটা অবরোহ পদ্ধতি দিতে পারে না।

[5] ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাওয়া যায় তাই ভ্রান্ত—এ কথা ঠিক নয়। কেন-না, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই ভ্রমকে মিথ্যা প্রমাণিত করে।

[6] আধুনিক যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন স্বীকার করেন না। ফলে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের মাধ্যমে জ্ঞান প্রকাশিত হয়—এ কথা সত্য নয়।

মূল্যায়ন: সুতরাং, বুদ্ধিবাদ বিচারবিযুক্ত মতবাদ। কেন-না, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধি থেকে জ্ঞান পাওয়া যায়—কান্ট এই বক্তব্যকে বিচারবিযুক্ত বলেছেন। তাই বুদ্ধিবাদ যথার্থ নয়।